দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 AUG 1998
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

এসএসসি '৯৮ পর্যালোচনা

মেয়েরা এবারও ভাল করেছে : ছবিতে চট্টগ্রামের তিন মেধাবী যথাক্রমে সংযুক্তা চৌধুরী (বিজ্ঞানে ২য়), মাহবুবা লিমা (বাণিজ্যে ২য়); শারমিন সুলতানা (মানবিকে ৩য়, যুগ্মভাবে
—জনকণ্ঠ

সব বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হওয়া এসএসসি পরীক্ষা '৯৮-এর ফলাফল ২ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে। বোর্ডভিত্তিক ফলাফলে দেখা যায় পাসের হার সবচেয়ে বেশি কুমিল্লা বোর্ডে। এই বোর্ডের পাসের হার মূল পরীক্ষার্থীর অর্ধেকেরও বেশি। কুমিল্লা বোর্ডে পাসের হার ৫২.৮৭। সবচেয়ে কম পাসের হার নবগঠিত চট্টগ্রাম বোর্ডে। এই বোর্ডের পাসের হার ৩৩ দশমিক ২৩ শতাংশ। অন্যান্য বোর্ডের পাসের হার হলো যথাক্রমে ঢাকা বোর্ড ৫১.১৭, রাজশাহী ৪৮.৩২, যশোর ৪৪.৬৩ শতাংশ। সব বোর্ডের হিসাবানুযায়ী মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৪৮৮৯৮ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৭২২৩০০ জন। সব বোর্ডের গড় পাসের হার ৪৭.৯৬ শতাংশ, প্রথম বিভাগে ১৫৩৫৭৯, দ্বিতীয় বিভাগে ১৯০১৬২, তৃতীয় বিভাগে ২৬৯৪ জন কৃতকার্য হয়।

অন্যান্য বছরের মতো এ বছরের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে ছেলেদের থেকে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল অর্জন করেছে। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বোর্ডের মানবিক বিভাগে মেয়েদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রয়েছে। তবে এবারের পাঁচ বোর্ডের মেয়েদের গড় রেজাল্ট ছেলেদের তুলনায় খারাপ পাঁচ বোর্ডে মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ সাত হাজার আটশ' ষাট জন। এদের মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৩৯ হাজার ১৭ জন। গড় পাসের হার ৪৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। আর এদিকে ছেলেদের পাসের হার ৫০ দশমিক চার শতাংশ।

মেধাবীদের প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, দেশ, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে কৃতী শিক্ষার্থীদের 'সচেতনতা' ও 'সতর্ক মন্তব্য' বজায় থেকেছে। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা দেশকে নিয়ে যে রকম গর্ব করেছে, ঠিক তেমনি বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় সন্ত্রাস নোংরা রাজনীতির পরিবেশ নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছে। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান 'অপচর্চায়' বেশির ভাগ মেধাবী ছাত্রই এর বিরোধী। ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম সাজিয়া সাদেক বুবলি তার অভিমতে বলেছে, অনতিবিলম্বে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত। যা থেকে কেউ সুফল পায় না তা থাকার প্রয়োজন নেই। নতুন প্রজন্মের অবক্ষয়ের জন্য এই ছাত্র রাজনীতি দায়ী। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় সাদিয়া শারমীন তার এক সাক্ষাতকারে অভিমত ব্যক্ত করেছে— বাদ দিন রাজনীতির কথা, রাজনীতি করার কোন ইচ্ছা নেই। বর্তমান রাজনীতিবিদরা জনগণের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারেন না।

ব্যক্তিস্বার্থে সবাই রাজনীতি করে। সাদিয়া এই সাক্ষাতকারে ভবিষ্যত দেশের সম্পর্কে তার আশাবাদ যে কোন সুস্থ প্রগতিশীল মানুষই অভিনন্দন জানাবে। সাদিয়া বলেছে, রাজনীতিবিদদের কারণে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ যেন এমন না হয় যে, "কারও কারও কোটি কোটি টাকা থাকবে, আর কেউবা না খেয়ে থাকবে।"

'প্রবেশ কর জ্ঞানের জন্য, বেরিয়ে যাও সেবার জন্য।" এই আপ্তবাক্যটি এবারের কৃতকার্যরা তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখুক- এই প্রত্যাশাই দেশ, জাতি ও সমাজ প্রত্যাশা করে।

আনোয়ার কবির